Keywords:
Purpose
Priorities
Meaning

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

19 December 2025 / 28 Jamadilakhir 1447H

জীবনের উদ্দেশ্য এবং অগ্রাধিকারসমূহ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمَرَنَا بِالتَّقْوَى وَالخُلُقِ الكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

জুমরাতুল মুমেনিন রাহিমাকুমুল্লাহ,

“সত্যিকারের সচেতনতা ও অন্তরনিষ্ঠ অনুভূতির সঙ্গে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করুন। তাঁর আদেশসমূহ পালন করা এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার মধ্যেই রয়েছে তাকওয়া। আমাদের নিয়ত নির্ধারণে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং জীবন পরিচালনায় তাকওয়াকে পথনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা যেন আমাদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন এবং ঈমানের পথে অবিচলতা দান করেন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

আজকের খুতবাটি আমি কিছু আত্মসমালোচনামূলক চিন্তার মাধ্যমে শুরু করতে চাই:

এই দুনিয়ার জীবনে আমরা আসলে কোন বিষয়গুলোকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিই? জীবিকা নির্বাহ ও শিক্ষা অর্জনের জন্য আমরা নিরলস পরিশ্রম করি, পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব পালন করি এবং সুখের

সন্ধান করি—সবশেষে আমাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাওয়ার আগে আমরা এই পৃথিবীতে সুখের সন্ধান কওরে থাকি কিন্তু মানুষের জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি শুধু এটুকুই?

বাস্তবতা হলো, আমাদের অনেকেই ব্যস্ত জীবন যাপন করি। অথচ আমাদের জীবনের যাত্রাপথের দিকনির্দেশনা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা সবসময় স্পষ্ট নই। এক দায়িত্ব থেকে আরেক দায়িত্বে ছুটে চলি, খুব কমই আমরা থেমে ভেবে দেখি—এই সব পরিশ্রম শেষ পর্যন্ত আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। সুরা আল মুমেনিনের ১১৫ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

অর্থঃ *"সুতরাং, তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক বা তামাশার বস্তু হিসাবে সৃষ্টি করেছি, আর তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?"*

এই আয়াতটি এটা স্পষ্ট করে বলে যে, একজন মুসলমানের প্রতিটি কাজ ও প্রচেষ্টা কখনোই অর্থহীন হতে পারে না। এটি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি মানুষের জীবনের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে এবং প্রতিটি কর্মের সঙ্গেই দায়িত্ব জড়িত রয়েছে।

আমাদের বর্তমান সময়ে আমরা খুব সহজেই নিরবচ্ছিন্ন ব্যস্ততার ফাঁদে আটকে পড়ছি। একের পর এক দাবি ও প্রয়োজনের জবাব দিতে গিয়ে অবিরাম কাজ সম্পন্ন করতে থাকি। অজান্তেই আমাদের জীবন উদ্দেশ্যের চেয়ে দাবি ও চাপে পরিচালিত হয়ে পড়ে।

যখন নানা দাবি ও চাপ আমাদের ওপর ভর করে, তখন আমাদের অগ্রাধিকারগুলো অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। যা সত্যিকার অর্থে গুরুত্বপূর্ণ, তা পিছিয়ে যায়। যা সবচেয়ে অর্থবহ, তা গৌণ হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে আমরা ভুলে যাই—জীবনের উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার আসলে কী হওয়া উচিত।

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা,

একজন সচেতন মুসলমান হলেন তিনি, যিনি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখেন। তিনি চাপ, অতিরিক্ত ব্যস্ততা কিংবা দৈনন্দিন রুটিনকে তাঁর জীবনের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে দেন না। বরং প্রতিটি প্রচেষ্টায় নিজের অগ্রাধিকার ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের মাধ্যমে তিনি তাঁর পুরো জীবনকে এমনভাবে সাজান, যেন তা সর্বদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টির দিকেই অগ্রসর হয়।

আজকের খুতবায় আমরা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার প্রসঙ্গে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই।

<u>প্রথমত: অর্থপূর্ণ জীবনযাপন একজন মানুষের জীবনের মানকে উন্নত করে</u>

যে মুমিন ব্যক্তি নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখেন, তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিক সতর্ক থাকেন। তিনি তাঁর কাজে বিশ্বস্ত হন, জ্ঞান অর্জনে যত্নবান হন এবং সামাজিক আচরণে সৌহার্দ্যপূর্ণ হন। তিনি পূর্ণভাবে সচেতন থাকেন যে, তিনি যে দায়িত্বই গ্রহণ করুন না কেন এবং যে কাজই সম্পাদন করুন না কেন—সবই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে অর্পিত একটি আমানত।

জীবনের যে কোন কাজে স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকলে তা মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা গড়ে তোলে। এটি এমন এক দিশারি হয়ে ওঠে, যা স্বচ্ছন্দ্য ও কঠিন—উভয় পরিস্থিতিতেই মানুষের কর্মপথকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে।

যখন আমাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট থাকে, তখন তা আমাদের চরিত্র, কর্মজীবন এবং ইবাদতকে ইতিবাচকভাবে গড়ে তোলে। তখন আমরা আর উদাসীনভাবে কোন দায়িত্ব পালন করি না, আর ইবাদতও আদায় করি না তাড়াহুড়োর মধ্যে। প্রতিটি কাজ তখন শুধু দুনিয়াবি ফলাফলের ভিত্তিতে নয়, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দৃষ্টিতে তার মূল্য কতটুকু—সে বিবেচনায় পরিমাপ করা হয়।

দ্বিতীয়ত: দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলা—এগুলোকে আলাদা না করা

মুসলমান হিসেবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যেন এই দুনিয়ার কাজ নিয়ে ব্যস্ততা আমাদের অন্তরকে পুরোপুরি গ্রাস না করে। তবে ইসলাম আমাদের দুনিয়ার দায়িত্বসমূহ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতেও বলে না। বরং দুনিয়াকে লক্ষ্য নয়, বরং একটি মাধ্যম হিসেবে দেখার শিক্ষা দেয়।

মনে রাখবেন—যখন দুনিয়ার জীবনই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা অনেক সময় হতাশাই বয়ে আনে। কিন্তু যখন দুনিয়াকে একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখন সেটিই আল্লাহর পক্ষ থেকে সওয়াব ও বরকত অর্জনের পথ হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য জ্ঞান অর্জন করি। পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের জন্য কাজ করি। স্বস্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে জীবন পরিকল্পনা করি। এসব কিছুই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে, যদি এগুলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিয়তে করা হয়—তাঁর থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য নয়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ইবাদত আমাদের নামাজে যে ঘোষণাটি আমরা নিত্য পাঠ করি, সেটির প্রতি একটু খেয়াল করে দেখুন:

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থঃ নিশ্চয়, আমার নামাজ, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু—সবই বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য

এই সচেতনতার সঙ্গে আমরা আমাদের সম্পদ, স্বাস্থ্য এবং ক্ষমতার জন্য কৃতজ্ঞ হতে উদ্বুদ্ধ হই। আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়, এগুলোকে যত্ন, দায়িত্ববোধ এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে।

তৃতীয়ত: অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ থাকা

জীবনে আমরা যে অগ্রাধিকারগুলো নির্ধারণ করি—যেমন ধর্মাচরণ, পরিবারের কল্যাণ, জীবিকার যোগান এবং জীবনমান—এসব কখনোই আলাদা থাকে না। এগুলো নির্ভর করে অন্যান্য বিষয়গুলোর ওপর: একটি স্থিতিশীল পরিবেশ, সম্মানজনক সামাজিক সম্পর্ক, এবং এমন শর্ত যা আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন, কাজ এবং ইবাদত করতে সহায়তা করে।

আমরা হয়তো এই বিষয়গুলোকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি নি, সম্ভবত দীর্ঘদিন ধরে এর সুফল ভোগ করেছি বলেই। তবে, শান্তি রক্ষার গুরুত্ব কখনোই হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়। প্রায়ই, এসব অনুগ্রহ নষ্ট বা হারালে আমরা উপলব্ধি করি যে, এগুলো প্রকৃতপক্ষে কত বড় উপহার ছিল।

অতএব, কৃতজ্ঞতা শুধুমাত্র শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না, বরং তা কখনো কখনও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দায়িত্বশীল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েও তা প্রকাশিত হয়।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

এই বছরের এ সময় আমাদের জন্য একটি সুযোগ এনে দেয়, যাতে আমরা আমাদের অগ্রাধিকার পুনঃমূল্যায়ন করতে পারি এবং জীবনের পথকে সঠিকভাবে পুনঃনির্ধারণ করতে পারি। দৈনন্দিন চাপ ও

ব্যস্ততাকে আমাদের জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশক হওয়ার সুযোগ দেব না। আমাদের ঈমানকে পথপ্রদর্শক হতে দিন, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিই হোক আমাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

আমরা যে কোনো দায়িত্ব পালন করি না কেন, তা যেন আমাদের আল্লাহর নৈকট্যের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং আমাদের পদক্ষেপকে চিরন্তন কল্যাণের দিকে পরিচালিত করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِين. أَمّا بَعْد، فَيا عِبادَ الله، اتَّقُوا اللهَ تَعالى فِيما أَمَر، وانتَهُوا عَمّا نَهاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِك حَيْثُ قَال فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ سَادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتّابِعِين، وَتابِعِي التّابِعِين، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَن، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَن، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسائِرِ البُلْدانِ عامَّةً، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا المُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِين وَفِي كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يا أَرْحَمَ الرّاحِمِين. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحا، وَهَمَّهُمْ فَرَجا، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلامَ وَالأَمْنَ وَالأَمانَ لِلعالَمِ كُلِّهِ

وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ، فَاذْكُروا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُروهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.